ছত্রাকজনিত রোগ প্রতিরোধী এবং উচ্চফলনশীল (উফশী) পাঁচটি সরিষার জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) গবেষ তার দল। দীর্ঘ পাঁচ বছরের গবেষণায় এ সাফল্য পেয়েছেন তারা। উদ্ভাবিত সরিষার জাতগুলো হলো বাউ সরিষা-৪, বাউ সরিষা-৫, বাউ সরি জাতগুলোর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২ দশমিক ৫ টন যা দেশে প্রচলিত অন্যান্য জাতের তুলনায় ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ বেশি। জাতগুলো সারা দেশে থেকে ৯৫ দিন। কৃষকরা এ জাতগুলো চাষ করে প্রচলিত জাতের তুলনায় প্রায় দেড় থেকে দুই গুণ বেশি আয় করতে পারবেন। সোমবার দুপুরে ব সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান গবেষক দলের প্রধান ড. আরিফ।

তিনি জানান, দেশে সরিষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় বাধা হলো নানা রোগ ও পোকার আক্রমণ। এর মধ্যে অন্যতম হলো অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ। ছত্রাকজনিত এ রোগটি তেলবীজের ফলন ৩০-৫০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নষ্ট করে দেয় জমির শতভাগ ফসল। নতুন উদ্ভবিত জাতগুলো এ রোগে উচ্চমাত্রায় সহনশীল এবং প্রায় ৯৯ শতাংশ প্রতিরোধী। আগাম ও স্বল্প জীবনকালের আমন ধান চাষের পর একই জ তিন বছর ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রকল্পটির গবেষণা চলছে। প্রকল্পটিতে উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত ছিলেন বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. লুৎফু

ড. আরিফ জানান, উদ্ভাবিত জাত পাঁচটি ব্রাসিকা জুনসিয়া প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। অতিরিক্ত আর্দ্রতাতেও ১০০ দিনের মধ্যে দানা পরিপক্ব হতে সক্ষ জমিতে সরিষা চাষ হয়। সরিষার তেলবীজে জাতভেদে ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ তেল থাকে। এ উৎপাদন দেশের মোট চাহিদার মাত্র ১৫-২০ শ বাংলাদেশকে প্রতিবছর ২ হাজার ১০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়। সরিষা জাতগুলো আবাদের মাধ্যমে দেশে ভোজ্যতেলের জানান এ গবেষক।

2
Shares